যুব সম্মেলন ২০১৮:

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০ - তারুণ্যের প্রত্যাশা

ধারনাপত্র

ক. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ এখন ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে রয়েছে। এসডিজি'র অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে Leave No One Behind (LNOB) অর্থাৎ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কেউ পিছিয়ে পড়ে থাকবে না। এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট । এজেন্ডা ২০৩০ তরুণদের চিহ্নিত করেছে বিপন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে যাদের ভেতর যেকোন উন্নয়ন পদক্ষেপের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

এসডিজি তরুণ প্রজন্মের জন্য গুণগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রযত্নশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছে। যাতে করে নিজেদের অধিকার ও সক্ষমতা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি জন্মায়। বিশ্বব্যাপী এই এজেন্ডা অর্জনে গতিময় যুবসমাজের জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং উদ্দীপনার যথোপযোগী ব্যবহার অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া যুবসমাজ এবং এজেন্ডা বাস্তবায়নের সকল অংশীজনদের মধ্যে দৃঢ় এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব থাকা অনস্বীকার্য। এসডিজির ১০ টিরও অধিক অভীষ্ট সরাসরি যুব উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। জাতিসংঘের Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) কর্তৃক পরিচালিত The World Programme of Action for Youth (WPAY), ২৩২ টি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮৬ টি লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করে, যা যুব উন্নয়নের সাথে প্রাসঙ্গিক।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, এই সত্য স্বীকার করে যে যুবসমাজ এজেন্ডা ২০৩০ এবং অন্যান্য সকল উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রধান সুবিধাভোগী এবং অংশীজন। নতুন ধারণা, দর্শন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে জাতীয় নীতিমালাসমূহ প্রভাবিত করার জন্য বাংলাদেশের যুবকরা ক্রমশ দৃশ্যমান এবং কার্যকরভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। তারা যোগাযোগের নতুন পদ্ধতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভবিষ্যত রূপায়ণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে।

যুবসমাজ বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পন্থায় নতুন দৃষ্টিকোণ সংযোজন করতে পারে এবং তাদের স্বকীয় সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন এবং যোগাযোগের নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রগামী হয়ে সামাজিক ও রাষ্টীয় অঙ্গনে পরিবর্তনের দিশারী হতে পারে। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ বৈষম্য, গুণগত শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করা এবং সম্ভাবনাময় বিভিন্ন উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নতুন দিগন্তের উন্মোচনে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তারা এসডিজির সাথে যুক্ত হতে পারে।

জাতীয় যুব নীতি ২০১৬ অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশী নাগরিককে যুবক হিসেবে গণ্য করা হবে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম জাতীয় নীতির সাথে সম্পূর্ণ ঐক্যমত রেখে যুব সমাজকে সকল প্রকার বৈষম্যের উর্ধ্বে রাখে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম অনুভব করে যে আমরা যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ (লিঙ্গবৈচিত্র্য, প্রতিবন্ধীত্ব,

জাতিগত/ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্ব, ভৌগোলিক ও পেশাগতসহ সকল প্রকার বৈচিত্র্য নির্বিশেষে) নিশ্চিত করা না হলে এসডিজির কাউকে পেছনে না রাখার অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

এসডিজি বাস্তবায়নের মুখ্য কুশীলব হওয়া সত্ত্বেও যুব সমাজকে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যুবকদের এখনও বৈষম্য, সীমিত রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, দারিদ্র্য, গুনগত শিক্ষালাভে বাধা, শোভন কাজ, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসুবিধা এবং স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন) প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সর্বোপরি, তারা তাদের অধিকার, সুযোগ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এসডিজির যাত্রা শুরু করার জন্য এই সকল সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পাওে যে, বাংলাদেশের শ্রম জরিপ (LFSs), ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে 'যুব' হিসেবে নির্ধারণ করে। ২০১৬-১৭ সালের শ্রম জরিপ অনুযায়ী, ১০৯.১ মিলিয়ন কর্মরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যুবক ৪১.৩ মিলিয়ন (প্রায় ৩৭.৮ শতাংশ)। এছাড়া যৌথভাবে মোট শ্রমশক্তির (৬৩.৫ মিলিয়ন) ভেতর ১৮.৪ মিলিয়ন (২৯.০ শতাংশ) এবং মোট নিয়োগকৃত জনসংখ্যার (৬০.৮ মিলিয়ন) [বিবিএস ২০১৮] ১৮.০ মিলিয়ন (২৯.৫ শতাংশ) ভেতর যুবক রয়েছে। উপরন্তু, প্রায় ৩০.০ শতাংশ যুবক (১২.৩ মিলিয়ন) কর্মসংস্থান, শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ কোনটির সাথেই যুক্ত নেই। এই প্রজন্মের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করা এবং তাদের অধিকার নীতিমালা মধ্যে স্বীকৃত দেওয়া প্রয়োজন।

প্ল্যাটফর্ম বিশ্বাস করে, এসডিজি বাস্তবায়নে যুব সমাজ এবং যুব সংগঠনগুলোর ভূমিকা গুরুত্বের সাথে স্মরণ করা উচিত এবং তাদের মতামত জাতীয় নীতিতে প্রতিফলিত করা জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাই এই যুব সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নতুন বৈশ্বিক বিকাশের বিষয়সূচি নিয়ে যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

খ. উদ্দেশ্য এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

সম্মেলনের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য হবে-

- গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় বসবাসরত যুবকদের মধ্যে এসডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জ্ঞান বৃদ্ধি;
- জাতীয় উন্নয়ন সম্পকে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরার জন্য জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা; এবং,
- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আসন্ন নীতিনির্ধারণী বিতর্ক ও আলোচনার প্রেক্ষাপটে যুব এজেন্ডার বিশ্লেষণ।

সম্মেলনের একটি বিস্তারিত নকশা যথাসময়ে প্রস্তুত করা হবে এবং প্ল্যাটফর্মের সহযোগী এবং অন্যান্য যুবসংস্থা কর্তৃক যাচাইকৃত এবং পর্যালোচিত হবে।

নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জনের জন্য সম্মেলনটির রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে-

- এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বৃহত্তর উপলব্ধি;
- জাতীয় প্রেক্ষাপটে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে যুব সমাজের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রয়াসে একটি কর্ম পরিকল্পনা / এজেন্ডা প্রবর্তন; এবং
- জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার সাথে যুব সমাজের প্রত্যাশাগুলো সমন্বয়ের লক্ষ্যে সেগুলো লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে প্রচার এবং প্রসার ।

গ. পদ্ধতি এবং কার্যকরি নীতি

উদ্দেশ্য অর্জন এবং ফলাফল বিতরণের জন্য সম্মেলনে একটি কাঠামো অনুসরন করা হবে - সচেতনতা, চুক্তি এবং কর্ম।

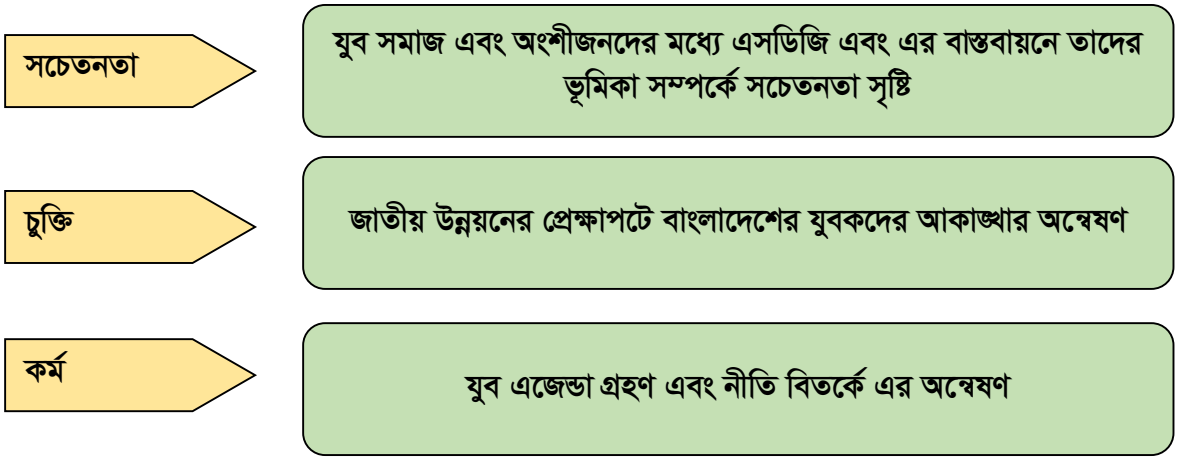

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের তিনটি কার্যকরী নীতিমালা হবে - বিভিন্নতা এবং অন্তর্ভুক্তি, তথ্য একীভূতকরণ, এবং কার্যকরী বার্তা।

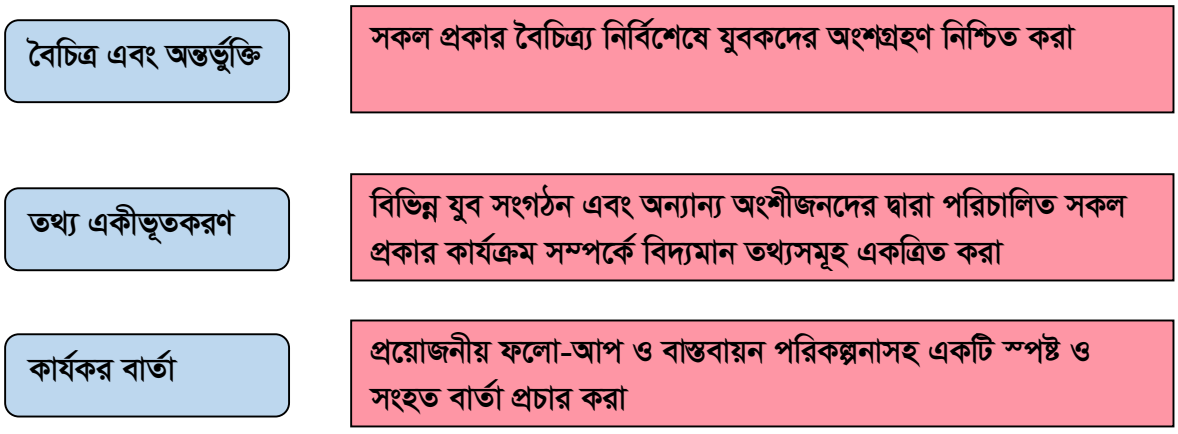

ঘ. বাস্তবায়ন

সম্মেলন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে-

- প্রাক-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম
- সম্মেলন
- পোস্ট-কনফারেন্স ফলো-আপ

<u>প্রাক-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম</u>

প্রাক-সম্মেলন কার্যক্রমের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। প্লাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই ধরনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে আগামী সম্মেলন সম্পর্কে যুব সম্প্রদায়কে অবহিত করা এবং এই সম্মেলন এর বিষয়বস্তু এবং ঘোষণা সর্ম্পকে তাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা।

প্রাক-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্লাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন ইভেন্ট সংগঠিত করতে পারে অথবা নিয়মিত কর্মপরিকল্পনার সাথে এগুলোকে সংযুক্ত করতে পারে। তাদের সুবিধানুযায়ী বিভাগীয় পর্যায়ে বা জেলা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন, এবং পৌরসভা পর্যায়ে এই কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

সম্মেলন

একটি দিনব্যাপী সম্মেলন আয়োজন করা হবে এবং এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন উভয় পর্যায়ে সামাজিক মিডিয়া প্লাটফর্মসমূহ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এই প্লাটফর্মটি অন্যান্য যুব সংগঠনের সাথে অংশীদার হয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজনে ভূমিকা রাখতে পারবে। সম্মেলনের নকশা সহযোগী ও অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে।

একটি খসড়া কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এবং প্রাক-সম্মেলন সচেতনতা কার্যক্রম সম্পর্কে সহযোগীদের মতামত এবং প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে এটি চূড়ান্ড় করা হবে। খসড়াটিতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে -

অগ্রগতির পর্ব (৩)	কার্যসম্পাদন (৬)	দিন/ঘন্টা	বর্ণনা
সচেতনতা	**১. যুব র‍্যালি** সাইকেল র‍্যালি/হন্ঠন/ ম্যারাথন	সকাল	শহরের যুবকদের সম্মেলন সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে র‍্যালিটি আয়োজন করবে বিডি সাইক্লিস্ট এবং এটি অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলনের পূর্ববর্তী দিনে।
	২. গবেষণাপত্র যুবকদের কর্মসংস্থান এবং কাউকে পেছনে ফেলে না		নীতিনির্ধারকবৃন্দ ও অন্যান্য অংশীজনদের উপস্থিতিতে সম্মেলনের দিন গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করা হবে
	৩. যুব মেলা জাতীয় উন্নয়নে যুবকদের উদ্যোগ প্রদর্শন করা		সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন যুবকেন্দ্রিক কার্যক্রম প্রদর্শিত হবে এই যুব মেলায়

অগ্রগতির পর্ব (৩)	কার্যসম্পাদন (৬)	দিন/ঘন্টা	বর্ণনা
চুক্তি/সম্মতি	**৪. নীতি সংলাপ** আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবাধিকার **নীতি সংলাপের প্রস্তাবিত বিষয়** যুবসমাজ এবং প্রতিবন্ধীত্ব; যুব-কর্মসংস্থান; নেতৃত্বে এবং নীতিনির্ধারনে যুবসমাজ; জলবায়ু কার্যক্রমে যুবসমাজ; প্রযুক্তি এবং যুবসমাজ; যুব-উদ্যোক্তা ইত্যাদি	**মধ্য সকাল** **দুপুর**	এই সমান্তরাল অধিবেশনগুলো থেকে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তারুণ্যের দৃষ্টিকোন থেকে এসডিজি অর্জনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিভিন্ন পরিসর হতে যুব আইকনদের আমন্ত্রণ করা হবের তাদের জ্ঞান, অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের প্রতিজ্ঞাসমূহ ব্যক্ত করতে
কার্যকলাপ	**৫. ঘোষণা পত্র গ্রহণ** যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮	**মধ্য দুপুর**	অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে ঘোষণাপত্রটি প্রচারিত হবে। যুব আইকন/দের দ্বারা ঘোষণাপত্রটি পঠিত হবে
	৬. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	**বিকেল**	এই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈচিত্রপূর্ণ সাংস্কৃতিক পর্বটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রণে অনুষ্ঠিত হবে

কনফারেন্স পরবর্তী ফলো-আপ

সম্মেলনে গৃহীত যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮, সম্মেলনের অন্যান্য ফলাফলগুলো জাতীয় নীতিমালায় সংযোজন বাস্তবায়নের জন্য ফলো-আপ সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসকল ফলো-আপ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবে।

ঙ. স্থান এবং তারিখ

সম্মেলনটি ১৪ই অক্টোবর ২০১৮ তে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি), ঢাকায় আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চ. আয়োজন এবং অংশগ্রহণ

এই সম্মেলনটি আয়োজন করবে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্যোক্তাবৃন্দের তত্ত্বাবধানে এবং উপদেষ্টামন্ডলীর পরামর্শে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), এই প্ল্যাটফর্ম এর সচিবালয় হিসেবে দায়িত্বপালন করবে, এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশীদারিত্ব, সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবে। প্ল্যাটফর্মের সহযোগী নয় এমন যুব সংগঠনসমূহও সম্মেলনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারবে।

- পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান - এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
- সচিবালয় - সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
- সহযোগী - ৮৭ টি সংস্থা, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এর সহযোগী (আজ পর্যন্ত)
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমনঃ মন্ত্রণালয় / যুব উন্নয়ন বিভাগ)
- উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি অংশীজন- যারা এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহী

সারা দেশের যুবপ্রজন্মের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এই সম্মেলনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করার ব্যবস্থা থাকবে। অংশগ্রহণ নির্দেশিকাগুলো প্ল্যাটফর্ম সহযোগীদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যেতে পারে -

- বিভিন্ন যুব সংগঠন থেকে যুব প্রতিনিধি;
- নীতিনির্ধারক এবং সরকারি কর্মকর্তা;
- পেশাদার - শিক্ষাবিদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের কর্মকর্তারা, উন্নয়ন সহযোগী;
- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়;
- সাংবাদিক ও গণমাধ্যম;
- ছাত্র।

ছ. যোগাযোগ এবং প্রচার

প্ল্যাটফর্ম কনফারেন্সের জন্য একটি সামগ্রিক যোগাযোগ পদ্ধতির কাঠামো নির্ধারণ করছে। এটি তিনটি পর্যায়ে পরিচালিত হবে - প্রাক, অন্তবর্তী এবং পরবর্তী- কার্যসমূহ। প্ল্যাটফর্মের কমিউনিকেশন ফোকালদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরের জন্য একটি যোগাযোগ ও প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

জ. বাজেট এবং অর্থায়ন

সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে ভাগ করা নেওয়া হবে। সিপিডি, প্ল্যাটফর্মের সচিবালয় হিসাবে, উপযুক্ত বাহ্যিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

ঝ. কার্যক্রমের সময়সীমা

সম্মেলনটি ২০১৮ সালের ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলন এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রস্তুতিকালীন সময়সীমা বিবেচনা করা হয়েছে।

ক) সম্মেলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ: জুন-জুলাই ২০১৮

খ) প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক এবং সিদ্ধান্ত: জুলাই ২০১৮

গ) কনফারেন্সের বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণ: জুন - সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে-

- পরিকল্পিত প্রাক-সম্মেলন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র চূড়ান্তকরণ;
- ঘোষণাপত্র প্রণয়ন: যুব ঘোষণাপত্র ২০১৮;
- গবেষণাপত্র সম্পন্নকরণ;
- যুব মেলার কাঠামো নির্ধারণ;
- যোগাযোগ এবং প্রচারকার্য পরিকল্পনা সম্পাদন;
- অংশগ্রহণের পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ।

ঘ) প্রাক- সম্মেলন যোগাযোগ এবং প্রচার কার্যক্রম: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮
ই) ফলো আপ- ২০১৯ সাল এবং পরবর্তী।

ঞ. যোগাযোগ

জনাব সাজ্জাদ মাহমুদ শুভ

কমিউনিকেশন ফোকাল

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ফোনঃ ৯১৪১৭৩৪; মোবাইলঃ ০১৭১৩২৪৪৩৭৪

ই-মেইলঃ coordinator@bdplatform4sdgs.net; shuvo@cpd.org.bd

ওয়েবসাইটঃ www.bdplatform4sdgs.net; www.cpd.org.bd

ট. সমাপ্তি

এই প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে ক্রমাগত আলোচনার মাধ্যমে এই ধারণা বিস্তৃত ও চূড়ান্ত হবে।